بسم اللہ الرحمن الرحیم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ মোতাবেক ৩০ ফাতাহ, ১৩৯৫ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

দু'দিন পর ইন্শাআল্লাহ্ নববর্ষের সূচনা হবে। আমরা মুসলমানরা চন্দ্র বর্ষ এবং সৌর বর্ষ, উভয় রীতিতেই বছরের সূচনা করে থাকি। আর শুধু মুসলমান নয়, বরং পৃথিবীর অনেক জাতিতে প্রাচীন যুগে এই চন্দ্র বর্ষ রীতি অনুসরণ করেই বছরের শুরু হতো। চীনা, হিন্দু এবং পৃথিবীর অনেক জাতির মাঝে এ রীতি প্রচলিত ছিল। অনেক ধর্মের মাঝেও এ রীতি পাওয়া যায়। ইসলামের পূর্বে আরবদের মাঝে বছরের হিসেবের জন্য চন্দ্র পঞ্জিকার প্রচলন ছিল। যাহোক, পৃথিবীতে সচরাচর গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা প্রচলিত রয়েছে, আর সবাই এটি বুঝে। তাই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও জাতি এই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকাকে দিন ও মাসের গণনার জন্য অবলম্বন করে থাকে। এ জন্যই প্রত্যেক বছর পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এর হিসাব অনুসারে পহেলা জানুয়ারিতে বছরের সূচনা হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর বছরের সমাপ্তি ঘটে। যাহোক, বছর আসে এবং বারো মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বছর শেষ হয়ে যায়, তা চন্দ্র পঞ্জিকারই হোক বা গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকার। তবে বিশ্ববাসী মুসলিম বা অমুসলিম যারাই হোক না কেন, তারা দিন, মাস এবং বছরের সবটাই জাগতিক হৈহুল্লোড়, ক্রীড়া-কৌতুক আর জাগতিক আনন্দ উল্লাসের মাঝেই কাটিয়ে দেয়।

পহেলা জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হওয়া নববর্ষের সূচনাতে এ পৃথিবীর মানুষ হেন কোন কর্ম নেই, যা তারা করে না। পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশে বিশেষভাবে আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ৩১ ডিসেম্বর এবং পহেলা জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে এমন কোন হৈ-হুল্লোড় নেই, যা করা হয় না। মাঝ রাত পর্যন্ত বিশেষভাবে জেগে থাকা হয়। বরং হৈহুল্লোড়, মদের আসর বসানো এবং গান-বাজনা করার জন্য মানুষ রাতভর জেগে থাকে। এক কথায়, বিগত বছরের সমাপ্তিও বৃথা কার্যকলাপ ও অপকর্মের মাধ্যমে হয় এবং নতুন বছরের সূচনাও হয় বৃথা ও বাজে কার্যকলাপের মাধ্যমে। পৃথিবীর সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়, যেখানে মু'মিনের দৃষ্টি পৌঁছে থাকে এবং পৌঁছা উচিত। একজন মু'মিনের মহিমা হল, এ সমস্ত বৃথা কার্যকলাপ সে শুধু এড়িয়েই চলবে না এবং এগুলোকে ন্যক্কারজনকই মনে করবে না, বরং তার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তার জীবনে একটি বছর এসেছে আর চলেও গেছে। এ বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল আর কী নিয়ে গেল এবং এ বছরে আমরা পেলামই বা-কী আর হারালাম কী? একজন মু'মিনকে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, এ বছরে সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে? তার জাগতিক বা বৈষয়িক অবস্থায় ইতিবাচক কী পরিবর্তন এসেছে অথবা তাকে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে যে, সে কী হারালো আর কী পেল? আর ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গিয়ে কোন্ মাপকাঠিতে যাচাই করলে সে বুঝতে পারবে যে, কী হারালো আর কী পেল?

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার সার এবং নির্যাস উপস্থাপন করেছেন আর আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা যদি এই মাপকাঠিকে সামনে রাখ, তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা কি তোমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করেছ বা অর্জনের চেষ্টা করেছ? এই মানদণ্ড সামনে রাখলেই তোমরা সত্যিকার মু'মিন হিসেবে গন্য হবে। এই শর্তগুলো অনুসরণ করলে নিজেদের ঈমানকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবে। প্রত্যেক আহমদীর কাছ থেকে তিনি (আ.)

বয়আতের অঙ্গীকার নিয়েছেন আর এই অঙ্গীকারে বয়আতের শর্তাবলী আমাদের সামনে রেখে, আমাদেরকে একটি কর্মপন্থা দিয়েছেন। আর এই কর্মপন্থা অনুযায়ী প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস এবং প্রতিটি বছর আমল করা হয়েছে কি-না, তা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করে দেখার এক আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তিনি প্রত্যেক আহমদীর কাছে ব্যক্ত করেছেন।

অতএব, আমরা যদি বছরের শেষ রাত আর নববর্ষের সূচনা আত্মবিশ্লেষণ ও দোয়ার মাধ্যমে করে থাকি, তাহলে আমাদের পরিণতি শুভ হবে। আর যদি আমরাও বাহ্যিক শুভেচ্ছা এবং জাগতিক কথা-বার্তার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করে থাকি, তবে আমরা হারিয়েছি অনেক কিছু কিন্তু কিছুই পাই নি, আর পেলেও যৎসামান্য। দুর্বলতা যদি থেকে যায় আর আমাদের আত্মবিশ্লেষণে আমরা যদি আশ্বস্ত হতে না পারি, তাহলে আমাদের এই দোয়া করতে হবে যে, হে আল্লাহ্! আমাদের আগত বছর যেন বিগত বছরের ন্যায় আধ্যাত্মিক দুর্বলতা প্রদর্শনকারী বছর না হয়, বরং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উঠে। আমাদের প্রতিটি দিন যেন রসূল (সা.)-এর আদর্শে অতিবাহিত হয়। আমাদের দিবারাত্র যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার পালনের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেই অঙ্গীকার আমাদের কাছে এ প্রশ্ন করে যে, শিরক্ না করার অঙ্গীকার আমরা পালন করেছি কি-না? প্রতিমা এবং চন্দ্র-সূর্যের পূজা করার শিরক্ নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে সেই শিরক্, যা কর্মের ক্ষেত্রে লোক দেখানো এবং লৌকিকতার শিরক্। গোপন কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়ার শিরক্। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮০০-৮০১, হাদীস নম্বর ২৪০৩৬, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)**

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের সদ্‌কা-খয়রাত, আমাদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, আমাদের সৃষ্টির সেবা মূলক কর্ম, জামা'তের কাজে আমাদের সময় ব্যয় করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে খোদা ভিন্ন অন্যদের সন্তুষ্টি অর্জন বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল না তো? কোথাও আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত কামনা-বাসনা খোদার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দন্ডায়মান হয় নি তো? এর ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে করেছেন যে,

"তৌহীদ কেবল এর নাম নয় যে, মৌখিকভাবে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলবে আর হৃদয়ে সহস্র সহস্র মূর্তি প্রতিমা থাকবে। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কর্ম, ধোঁকা ও প্রতারণা এবং পরিকল্পনাকে খোদার মতই গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা কোন মানুষের উপর সেভাবে ভরসা করে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করা উচিত অথবা নিজেকে সেই গুরুত্ব দেয়, যা খোদা তা'লাকে দেয়া উচিত, এমন সকল পরিস্থিতিতে খোদার দৃষ্টিতে সে প্রতিমা পূজারী। **(সিরাজ উদ্দীন ঈসায়ী কে চার সওয়ালোঁ কা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ: ৩৪৯)**

অতএব, এই মানদণ্ড দৃষ্টিতে রেখে আত্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, আমাদের বিগত বছর কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা থেকে মুক্ত হয়ে শতভাগ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অতিবাহিত হয়েছে? অর্থাৎ, সত্য প্রকাশিত হলে নিজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, এমন মুহূর্তেও সত্যকে বিসর্জন না দেয়া।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জন্য যে আদর্শ মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা হল, "যতক্ষণ মানুষ প্রবৃত্তির সেই সকল কামনা-বাসনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে, যা মানুষকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখে, ততক্ষণ সে সত্যবাদী আখ্যায়িত হতে পারে না।" তিনি (আ.) বলেন, "সেটিই সত্য বলার যথোপযুক্ত স্থান ও কাল, যখন প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান হুমকির মুখে পড়ে।" **(ইসলামী উসুল কী ফিলসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০)**

এরপর এই প্রশ্ন আসে যে, আমরা কি নিজেদেরকে এমন ধরনের অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে রেখেছি, যার ফলে হৃদয়ে নোংরা ধ্যান-ধারণা দানা বাঁধতে পারে? যেমন- আজকের যুগে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির এমন অনুষ্ঠানমালা, যা চিন্তাধারাকে কলুষিত করার কারণ হয়। আমরা কি এগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছি? এ সব মাধ্যমে যদি নোংরা চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠান দেখে থাকি, তাহলে আমরা

বয়আতের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়েছি আর আমাদের অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক। কেননা, এ সব বিষয় মানুষকে এক ধরনের ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায়।

এরপর প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি নিজেকে কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি এবং করছি? কেননা, কামলোলুপ দৃষ্টির যতটুকু সম্পর্ক আছে, তাতে এ নির্দেশ নর ও নারী উভয়ের জন্য যে, দৃষ্টি অবনত রাখ, চোখ ঝুঁকিয়ে রাখ। এর কারণ হল, অবাধ-দৃষ্টির ফলে (কু-দৃষ্টিপাতের) আশঙ্কা থাকে।

এরপর প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি পাপাচার এবং দুরাচার-মূলক প্রতিটি কর্ম থেকে এ বছর মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি? মহানবী (সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়া পাপের শামিল। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩, মুসনাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্‌ঊদ, হাদীস নম্বর ৪১৭৮, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)**

ঝগড়া-বিবাদ কালে মানুষ কঠোর এবং অপছন্দনীয় শব্দ বলে বসে। আর এক মু'মিন অপর মু'মিনের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা পাপ বিশেষ, বরং যে কারো সাথেই হোক না কেন, তা একটি পাপ।

পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, ব্যবসায়ীরা পাপাচারী হয়ে থাকে। তাঁকে নিবেদন করা হয়, এটি তো হালাল বা সিদ্ধকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য করা তো হালাল। মহানবী (সা.) বলেন, কিন্তু এরা যখন ক্রয়-বিক্রয় করে, মিথ্যা বলে। ব্যবসার সময় শপথ করে কৃত্রিমভাবে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। একইভাবে, যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং ধৈর্য ধারণ করে না, তাদেরকেও তিনি পাপী আখ্যা দিয়েছেন। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬, হাদীস আব্দুর রহমান বিন শবল, হাদীস নম্বর, ১৫৭৫২-১৫৭৫৩, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং) অতএব, এটি হল, পাপ বা অবাধ্যতা এড়িয়ে চলার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।**

এরপর আমাদের নিজেদেরকে যে প্রশ্ন করতে হবে তা হল, আমরা কি নিজেদেরকে সকল প্রকার যুলুম এবং অন্যায় থেকে বিরত রেখেছি? অর্থাৎ, অন্যায় করা থেকে বিরত ছিলাম কি? মহানবী (সা.) বলেছেন, কারো এক হাত বা সামান্য ভূমি জবরদখল করা আর কারো এক টুকরো পাথর বা কঙ্কর এবং মাটির টুকরোও অন্যায় ভাবে হস্তগত করা, যুলুম। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফিল মাযালেমে ওয়াল গাযবে, হাদীস নম্বর ২৪৫২)**

অতএব, এই মানদন্ডে আমাদের নিজেদেরকে যাচাই করতে হবে। এরপর যে প্রশ্ন করতে হবে তা হল, সকল প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা দুর্নীতি থেকে নিজেদেরকে আমরা মুক্ত রেখেছি কি? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সে ব্যক্তির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করো না, যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। **(সুনান আবু দাঊদ, কিতাবুল বুয়ু', হাদীস নম্বর ৩৫৩৪)** এই হল, মানদণ্ড বা আদর্শ।

পুনরায় আমাদের এ প্রশ্ন করতে হবে যে, সকল প্রকার নৈরাজ্য থেকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করেছি কি? মহানবী (সা.) বলেন, দুষ্কৃতকারী হল চরম পাপিষ্ঠ। আর তারা এটি করে চুগলখোরীর মাধ্যমে। অর্থাৎ, যারা এখানের কথা সেখানে এবং সেখানের কথা এখানে বলে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, এরাই নৈরাজ্যবাদী। পারস্পরিক প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সম্পর্ক যে ব্যক্তি নষ্ট করে, সেও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী। যারা আজ্ঞাবহ, অনুগত, ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কথা মান্যকারী বা ধর্মের প্রতিটি নির্দেশ মান্যকারী, তাদেরকে যারা কোন অন্যায় কাজ বা পাপে লিপ্ত করার চেষ্টা করে, তারাই নৈরাজ্যবাদী। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯১৪, হাদীস আসমা বিনতে ইয়াযিদ, হাদীস নম্বর ২৮১৫৩, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)**

অতএব, এই হল নৈরাজ্যের পরিচয় এবং তা এড়িয়ে চলার মানদণ্ড। এরপর প্রশ্ন দাঁড়াবে, সকল প্রকার বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ আমরা বর্জন করেছি কি?

পরের প্রশ্নটি হল, আমরা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বশীভূত হচ্ছি না তো? আজকের যুগে যখন সর্বত্র নির্লজ্জতার রাজত্ব, সেখানে রিপুর তাড়নাকে পরাভূত করাও এক প্রকার জিহাদ।

এরপর প্রশ্ন আসবে, আমরা কি সারা বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায যত্ন সহকারে এবং নিয়মিত আদায় করছিলাম? কেননা, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা তাগিদ ও নসীহত করেছেন,

বরং নির্দেশ দিয়েছেন। আর মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায ছেড়ে দেয়া মানুষকে শিরক এবং কুফরের নিকটতর করে। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর ৮২)**

এরপর আমাদের এটি দেখতে হবে যে, তাহাজ্জুদ নামায পড়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল কি? কেননা, এ সম্পর্কে রসূল করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা কর, এটি পুণ্যবানদের রীতি। তিনি (সা.) বলেন, এটি খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তিনি (সা.) আরো বলেন, তাহাজ্জুদ নামাযের অভ্যাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পাপ দূরীভূত করে, আর দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে রক্ষা করে। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, হাদীস নম্বর ৩৫৪৯)**

পুনরায়, আমাদেরকে এ প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি রীতিমত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের চেষ্টা করেছি বা চেষ্টা করে থাকি? কেননা, এটি মু'মিনদের প্রতি খোদার বিশেষ নির্দেশাবলীর একটি, আর এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমও বটে। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দোয়ায় দরূদ শরীফ না থাকলে সেই দোয়া আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবুল বিতর, হাদীস নম্বর ৪৮৬)**

দোয়া করার সময় তোমরা যদি দরূদ শরীফ পাঠ না কর তবে সেই সব দোয়া ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে উত্থিত হবে না, মাঝ পথে থেমে থাকবে। কেননা, তাতে সেই রীতি অবলম্বন করা হয় নি, যা আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন। আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়ার সাথে দরূদ শরীফ সম্পৃক্ত থাকাও আবশ্যক।

এরপর আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা নিয়মিত ইস্তেগফার করেছি কি'না। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে আঁকড়ে ধরে রাখে অর্থাৎ, যে নিয়মিত ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সকল সংকীর্ণতা দূর করে পথ সুগম করে দেন, সকল সমস্যার মুখে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন আর সেই সকল স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। **(সুনান আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর, হাদীস নম্বর ১৫১৮)**

এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কি? কেননা, মহানবী (সা.) বলেছেন, খোদার প্রশংশা ছাড়া আরম্ভ করা কাজ ত্রুটিপূর্ণ থাকে এবং বরকত ও প্রভাব শূণ্য হয়। **(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ্, হাদীস নম্বর ১৮৯৪)**

আরেকটি প্রশ্ন হবে যে, আপন-পর সবাইকে কি আমরা যে কোন ধরনের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত ছিলাম? আমাদের হাত এবং জিহ্বা অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত ছিল কি? আমরা মার্জনা এবং ক্ষমার আচরণ প্রদর্শন করেছি কি? বিনয় এবং নম্রতা কি আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল? সুখ, দুঃখ, সঙ্কীর্ণতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সর্বাবস্থায় কি আমরা আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেছি? হৃদয়ে কখনো আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ উঠে নি তো যে, আমার দোয়াগুলো কেন গৃহীত হয় নি বা আমাকে কেন এই কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়া হল? এমন অভিযোগ থাকলে কোন মানুষ মু'মিন থাকতে পারে না।

আরেকটি প্রশ্ন হবে, সকল প্রকার কুপ্রথা এবং কামনা-বাসনার কথা কি আমরা সম্পূর্নরূপে পরিহার করার চেষ্টা করেছি? রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, এ সব কুপ্রথা এবং বিদআত তোমাদেরকে ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দেয়। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা কর। **(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নম্বর, ২৬৭৬)**

এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর বিধি-নিষেধ ও নির্দেশাবলী পুর্ণরূপে মানার চেষ্টা করেছি কি?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে, অহংকার ও গর্বকে আমরা সর্বতোভাবে পরিহার করেছি কি'না বা পরিহার করার চেষ্টা করেছি কি'না? কেননা, শিরকের পর সবচেয়ে বড় বিপত্তি হল, অহংকার এবং গর্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর অহংকার হল, মানুষের সত্য অস্বীকার করা, মানুষকে ইতর মনে করা এবং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা, আর তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর ৯১)

এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, উন্নত আচার-আচারণের সুমহান মানে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা কি চেষ্টা করেছি? আমরা কি নম্রতা ও দীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করেছি? মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে মিসকিন বা দীনতা অবলম্বনকারীদের মর্যাদা কত মহান দেখুন! কেননা, তিনি (সা.) দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমাকে দীনতার মাঝে জীবিত রাখ এবং দীনতার মাঝেই মৃত্যু দাও আর মিসকিনদের সাথেই আমার উত্থান কর। **(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নম্বর ৪১২৬)**

পুনারয় প্রশ্ন আসেবে যে, আমাদের প্রতিটি দিন কি আমাদের মাঝে ধর্মীয় উন্নতি এবং ধর্মের সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় হয়েছে? ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা প্রায়শ পুনরাবৃত্তি করি, তা তো কেবল অন্তঃসার-শূণ্য অঙ্গীকার নয় তো?

এরপর প্রশ্ন দাঁড়াবে, ইসলামের ভালোবাসায় আমরা এতটা উন্নতি করার চেষ্টা করিছে কি যে, ইসলামকে স্বীয় সম্পদ ও সম্মানের উপর প্রাধান্য দিয়েছি এবং নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করেছি? রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলাম ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন আর ইসলাম হল, তোমরা তোমাদের স্বীয় সত্তাকে পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার হাতে সমর্পন কর, অন্য সব উপাস্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। **(কনযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২, হাদীস নম্বর ১৩৭৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৪)**

এরপর আমাদের এভাবে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমরা কি আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করেছি বা করছি?

এরপর প্রশ্ন করতে হবে, নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্র সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছি কি? মহানবী (সা.) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি খোদা তা'লার পরিবার-পরিজন। **(আল্ মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩, হাদীস নম্বর ৫৫৪১, দারুল ফিকর, ওমান ১৯৯৯)** অতএব, আল্লাহ্র সৃষ্টির মাঝে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত পছন্দনীয়, যে তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করে।

পুনরায় প্রশ্ন করতে হবে, আমরা নিজেরা কি এই দোয়া করেছি এবং সন্তানদেরকেও এর নসীহত করেছি যে, আমাদের মাঝে যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্যের প্রচেষ্টা বিরাজমান থাকে, আর আমরা যেন সব সময় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তাঁর আনুগত্য করতে থাকি? আর এ ক্ষেত্রে যেন উন্নতিও করতে থাকি?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে, আমরা কি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব এবং আনুগত্যের সম্পর্ক এতটা দৃঢ় করেছি, যার সামনে অন্য সকল জাগতিক সম্পর্ক তুচ্ছ মনে হবে?

এরপর প্রশ্ন আসবে, আহমদীয়া খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য সারা বছর জুড়ে আমরা কি দোয়া করেছি? আহমদীয়া খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি নিজেদের সন্তান-সন্ততির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কি? আর তাদের জন্য কি এ দোয়া করেছি যে, তাদের মাঝে যেন সেই মনোযোগ সৃষ্টি হয়?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে, যুগ খলীফা এবং জামা'তের জন্য আমরা নিয়মিত দোয়া করেছি কি?

এসব প্রশ্নের অধিকাংশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তরের মাঝে এ বছর অতিবাহিত হয়ে থাকলে কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। আর যে সব প্রশ্ন আমি উঠিয়েছি সেগুলোর অধিক সংখ্যক উত্তর যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে, তবে আমাদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। এ রাতগুলোকে দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করে এর সুরাহা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, আজ এবং আগামীকালের রাত। আর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন এবং বিশেষ করে নববর্ষের রাতে এই দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা ক্ষমা

করুন। আর নববর্ষে আমাদেরকে বেশি বেশি পাওয়ার তৌফিক দিন, আমরা যেন কিছুই না হারাই। আর আমরা যেন সেই সব মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত হই, যারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যাতে তিনি তাঁর জামা'তকে উপদেশ দিয়েছেন এবং একটি বিজ্ঞাপন হিসেবে তা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি (আ.) বলেন:

"আমার পুরো জামা'ত, যারা এখানে উপস্থিত আছে বা নিজ নিজ অঞ্চলে বা ঘরে বসবাস করছে, তাদের এই নসীহত মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত যে, এই জামা'তভুক্ত হওয়ার ফলে তারা আমার সাথে ভালোবাসা এবং শিষ্যের যে সম্পর্ক রাখে, এর উদ্দেশ্য হল, তারা যেন নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং তাকওয়ার উন্নত মানে উপনীত হয়। কোন নৈরাজ্য, দুষ্কৃতি এবং পাপাচার যেন তাদের কাছে ঘেঁষতে না পারে। তারা যেন পাঁচ বেলা বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত হয়, মিথ্যা না বলে, মুখের কথায় যেন কাউকে কষ্ট না দেয়। তারা যেন কোন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত না হয়। কোন দুষ্কৃতি, যুলুম এবং নৈরাজ্যের ধারণাও যেন তাদের হৃদয়ে জাগ্রত না হয়। এক কথায়, সকল প্রকার পাপাচার, অপরাধ, অকরণীয় এবং বলার অযোগ্য বিষয়াদী আর প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা ও বৃথা কার্যকলাপ থেকে তারা যেন বিরত থাকে, (অর্থাৎ সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে) আর খোদার পবিত্র হৃদয়, নিরীহ, দীন-হীন প্রকৃতির বান্দা হয়ে যায় এবং তাদের সত্তায় যেন কোন বিষাক্ত উপকরণ অবশিষ্ট না থাকে।

তিনি বলেন, "...সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন যেন তাদের নীতি হয়।" (এক মু'মিন শুধু মু'মিনের প্রতিই সহানুভূতিশীল হবে না, বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যেন তাদের রীতি হয়।) "আর তারা যেন খোদা তা'লাকে ভয় করে এবং নিজেদের কথা, কর্ম ও হৃদয়ের চিন্তা-ধারাকে সকল প্রকার অপবিত্রতা, নৈরাজ্যকর পন্থা ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখে। তারা যেন পাঁচ বেলার নামায অত্যন্ত যত্ন সহকারে পড়ে। যুলুম, সমীলঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ আদান-প্রদান এবং অন্যের অধিকার খর্ব করা আর অযথা পক্ষপাতিত্ব করা থেকে যেন মুক্ত থাকে। কোন অসৎ-সঙ্গ যেন অবলম্বন না করে। আর পরে যদি প্রমাণিত হয় যে, তাদের সাথে উঠাবসা করে এমন কোন ব্যক্তি খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় .... বা মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা অত্যাচারী প্রকৃতির, দুষ্কৃতকারী এবং পাপাচারী, কিংবা যে ব্যক্তির সাথে তোমার বয়আত ও ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে তাঁর সম্পর্কে অন্যায়ভাবে অযথা বিশ্রী ও ধৃষ্টতামূলক কথা বলে, অপবাদ আরোপ করে এবং মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে প্রতারিত করতে চায়, তাহলে তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে, নিজেদের মধ্য থেকে এই পাপকে দূরীভূত করা এবং এমন ভয়ঙ্কর মানুষকে এড়িয়ে চলা। (অর্থাৎ, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাহচর্যে বসা এবং তার সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত হও। কেননা, এটি ভীষণ ভয়ঙ্কর বিষয়। এর অর্থ এটি নয় যে, তবলীগ করবে না, বরং অন্যান্য সাধারণ মানুষকে তো তবলীগ করতে হবে, কিন্তু যারা মুনাফিক শ্রেণির, যারা ভ্রান্ত প্রকৃতির কথাবার্তা বলে এবং এই বিষয়ে হঠকারী অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে গালমন্দ করা ছাড়া কথাই বলে না বা জামা'তের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদেরকে এড়িয়ে চল। যারা নেক প্রকৃতির তারা অবশ্যই কথা শুনে।)

তিনি আরো বলেন, "কোন জাতি, ধর্ম বা গোষ্ঠির মানুষকে ক্ষতি করার দুরভিসন্ধি আটবে না, সবার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। দুষ্কৃতকারী, দুরাচারী, নৈরাজ্যবাদী এবং পাপচারীরা যেন কোনভাবেই তোমাদের বৈঠকে স্থান না পায়, আর তোমাদের ঘরেও যেন বসবাস না করতে পারে। কেননা, যে কোন সময় তারা তোমাদের স্খলন ডেকে আনবে"। (তারা যদি তোমাদের খুব কাছে থাকে, তাহলে তোমরাও হোঁচট খাবে।) তিনি আরো বলেন, "এইগুলো সেই বিষয় এবং সেই সব শর্ত, যা আমি শুরু থেকে বলে আসছি। আমার জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, সে যেন এই সকল নসীহতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তোমাদের বৈঠক বা মজলিসগুলোতে যেন কোন অপবিত্রতা, হাসি-ঠাট্টা এবং

উপহাসের কার্যকলাপ না হয়। সৎ মানসিকতা, পবিত্র স্বভাব ও চিন্তা-চেতনার মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে চলাফেরা কর। স্মরণ রেখো! প্রত্যেক দুষ্কৃতির উত্তর দেয়া যায় না। তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা এবং মার্জনার অভ্যাসে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হও"। (সব স্থানে মোকাবিলা করার প্রয়োজন নেই, ক্ষমার অভ্যাস রপ্ত কর) "ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন কর, অবৈধভাবে কারো উপর হামলা করবে না, আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ কর, কারো সাথে যদি যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হও অথবা ধর্মীয় কোন আলোচনা হয়, তবে তা নম্র ভাষায় ভদ্রতার সাথে কর"। (যদি কোন যুক্তি-তর্ক বা ধর্মীয় আলোচনা করতে হয়, তবে তা ভদ্রতা বজায় রেখে কর।) "আর কেউ যদি অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করে, তাহলে সালাম বলে এমন বৈঠক ত্যাগ কর। তোমাদেরকে যদি কষ্ট দেয়া হয় আর গালি দেয়া হয় এবং তোমার সম্পর্কে যদি আজে-বাজে কথা বলা হয়, তাহলে সাবধান! অর্বাচীনতার উত্তর যেন অর্বাচীনতার মাধ্যমে দেয়া না হয়, নতুবা তোমরাও তাদের মত বলেই গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এমন এক জামা'তে পরিণত করতে চান, যারা সারা পৃথিবীর জন্য পুণ্য এবং সততার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হবে। তাই নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে অচিরেই বহিষ্কার কর, যে মন্দকর্ম, দুষ্কৃতি, নৈরাজ্য এবং পাপাচারিতার ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি আমাদের জামা'তে বিনয়, পুণ্য, তাকওয়া, সহনশীলতা এবং নম্রভাষা এবং সৎপ্রকৃতি ও স্বভাব অবলম্বন করে থাকতে পারবে না, সে যেন কালক্ষেপণ না করে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেননা, আমাদের খোদা চান না যে, এমন ব্যক্তি আমাদের মাঝে থাকুক। সে অবশ্যই দুর্ভাগ্য নিয়ে মরবে। কেননা, সে সৎপথ অবলম্বন করে নি। অতএব, সৎ মানসিকতার অধিকারী, দীন-হীন এবং মুত্তাকী হয়ে যাও। পাঁচ বেলার নামায এবং নৈতিক চরিত্রের মাপ-কাঠিতে তোমাদেরকে যাচাই করা হবে। পাপের বীজ যার মাঝে রয়েছে, সে এই নসীহতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।" তিনি বলেন, "তোমাদের হৃদয় যেন প্রতারণা মুক্ত হয়, তোমাদের হাত যেন অন্যায় করা থেকে মুক্ত থাকে এবং তোমাদের চোখ যেন অপবিত্রতার ঊর্ধ্বে থাকে। আর তোমাদের ভিতর যেন সততা ও সৃষ্টির সহানুভূতি ছাড়া অন্য কিছু না থাকে"। তিনি (আ.) বলেন, "যারা আমার সাথে কাদিয়ানে থাকে, তারা আমার বন্ধু। আমি আশা করি, তারা তাদের সমস্ত মানবীয় শক্তি-বৃত্তির উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে"। হুযূর (আ.) বলেন, "আমি চাই না যে, এই পবিত্র জামা'তে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে, যার অবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হবে বা যার চাল-চলনে কোন আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে, অথবা তার মাঝে কোন ধরনের নৈরাজ্যের অভ্যাস বা অন্য কোন প্রকার অপবিত্রতা থাকবে। অতএব, নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য এটি আবশ্যক হবে, আমরা যদি কারো বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ শুনি যে, সে আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত আবশ্যিক দায়িত্বাবলী পালনে অনর্থক অবহেলা করে" (ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে) "বা হাসি-ঠাট্টা ও বৃথা কর্মের কোন বৈঠকে বসে" (বিরোধীদের এমন বৈঠকে বসে, যেখানে হাসি-ঠাট্টা ও বৃথা কার্যকলাপ হয় বা এমন মজলিসে বসে যেখানে নোংরামি হয়) "বা তার মাঝে অন্য কোন ধরনের মন্দ আচরণ থাকে, তবে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের জামা'ত থেকে বের করে দেয়া হবে"।

তিনি (আ.) আরো বলেন: "আসল কথা হল, একটি খেত, যা কষ্ট করে প্রস্তুত করা হয় এবং ফসল লাগানো হয়, তাতে আগাছাও জন্ম নেয়, যা কেঁটে ফেলার ও জ্বালানোর যোগ্য। প্রকৃতির নিয়ম এভাবেই চলে আসছে, যা থেকে আমাদের জামা'ত ব্যতিক্রম হতে পারে না। আমি জানি, যারা সত্যিকার অর্থে আমার জামা'তভুক্ত, তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ তা'লা এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, তারা সহজাতভাবে পাপকে ঘৃণা করে আর পুণ্যকে ভালোবাসে। আর আমি আশা করি, মানুষের জন্য তারা নিজেদের জীবনের অতি উত্তম আদর্শ রেখে যাবে।" **(মজমুয়া ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৯, বিজ্ঞাপনের তারিখ, ২৯ মে ১৮৯৮, আপনি জামা'ত কো মুতানাব্বা কারনে কে লিয়ে এক জরুরী ইশতেহার)**

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নসীহত এবং এই সতর্ক-বাণীকে সামনে রেখে নিজেদের জীবন যাপনকারী হই। বয়আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, তা যেন

আমরা পালন করতে পারি। আমাদের জীবন যেন খোদার সন্তুষ্টির জন্যই অতিবাহিত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে তুলে মানুষের সামনে আমরা যেন উত্তম আদর্শ স্থাপন করতে পারি। খোদা তা'লা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রেখে আমাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের জন্য যে সব সফলতা নির্ধারিত আছে, তা যেন আমরা নিজ চোখে দেখি। এই নববর্ষ অশেষ কল্যাণরাজি বয়ে আনুক। শত্রুর এমন সব ষড়যন্ত্র যেন ব্যর্থ মনোরথ হয়, যে সব ষড়যন্ত্রে এরা জামা'তের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ বছর পাকিস্তানের আহমদীরা কাদিয়ানের জলসায় যেতে পারে নি আর এ জন্য তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করুন।

আলজেরিয়ার আহমদীদের সমস্যাবলীও দূরীভূত করুন। তাদের অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রয়েছে। তারা এখন বন্দীদশায় কারাগারে দিনাতিপাত করছেন। তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

শত্রু যখন বাড়াবাড়ি এবং নিপীড়ন ও নির্যাতনে সীমালঙ্ঘন করছে, তখন আমাদেরও উচিত, নিজেদের অবস্থাকে খোদার সম্মতির অধীনস্ত করে দোয়ার উপর অধিক জোর দেয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।